ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারত একটি প্রভাবশালী দেশ।জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম নেতা হিসাবে ভারত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ভারত শান্তি ও সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও এগুলির প্রতিফলন ঘটেছে।

বিদেশনীতি বলতে কি বোঝায়

সাধারণভাবে বিদেশ নীতি বলতে বোঝায় অন্য রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি রাষ্ট্রের গৃহীত নীতি। বিদেশনীতি বা পররাষ্ট্র নীতি হলো সেই সব সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের সমষ্টি যা ব্যাপকভাবে একাধিক রাষ্ট্রের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। বিদেশ নীতি হলো রাষ্ট্রে নির্ধারিত লক্ষ উপনীত হওয়ার বিশেষ পদ্ধতিগত মাধ্যম বিদেশ নীতির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও সমস্যাদি সম্পর্কে কোন রাষ্ট্র তার নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তার আন্তর্জাতিক আচার-আচরণ নির্ধারণ করে এবং ওই আচরণের সমর্থনে বৈধতা আদায় চেষ্টা করে।

ভারতের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্য

By

Bijan Chatterjee

Department of Political Science

Saltora netaji Centenary College

বিদেশ নীতি ও কূটনীতি

সাধারণভাবে বিদেশ নীতি বলতে বোঝায় অন্য রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি রাষ্ট্রের গৃহীত নীতি। কূটনীতি হলো সেই নীতিকে কার্যকর করার মাধ্যম বা পদ্ধতি। সুতরাং একটি হলো বিষয়বস্তু এবং অন্যটি হলো পদ্ধতি। একটি হলো লক্ষ্য অন্যটি হলো উপায়। আমার এবং পারকিনস এর মতে কূটনীতির কাজ হল বিদেশনীতির প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। তাদের ভাষায়, diplomacy provides the machinery and the personnel by which foreign policy is executed. হ্যারোল্ড নিকলসন এর মতে যেখানে কূটনীতির শেষ সেখানে বিদেশনীতির শুরু। জাতীয় প্রয়োজনের সঠিক ধারণার উপর একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতি রচিত হয়। পক্ষান্তরে কূটনীতি লক্ষ্য নয় ,লক্ষ্য সাধনের উপায়মাত্রা। কূটনীতি কোন উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের একটি পদ্ধতি। কূটনীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর হয়। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে কূটনীতি ছাড়াও অন্যান্য অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের মুখ্য মাধ্যম রূপে কূটনীতি স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

ভারতের বিদেশ নীতির মৌল বৈশিষ্ট্য
১) জোট নিরপেক্ষতা
২) পঞ্চশীল
৩)বর্ণ বৈষম্যের বিরোধিতা
৪) সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা
৫) উপনিবেশিকতার বিরোধী
৬) জাতীয় মুক্তি আন্দোলন
৭) যুদ্ধ ও শান্তি
৮) নিরস্ত্রীকরণ

১) জোট নিরপেক্ষতা

- জোট নিরপেক্ষতা ভারতের বিদেশনীতির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত নিরপেক্ষ নীরবচ্ছিন্নভাবে এই নীতি অনুসরণ করে এসেছে। জোট নিরপেক্ষতার অর্থ হল বিশ্বের কোন শক্তি জোটে যুক্ত না থেকে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করা। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা স্বার্থে ভারত সবসময় সামরিক জোট গঠন , বিদেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভুতির বিরোধিতা করে এসেছে। জোট নিরপেক্ষতা নীতির মাধ্যমে ভারত যুদ্ধ ,সামরিকতা,আগ্রাসন রাজনেতিক হস্তক্ষেপ ,ঔপনিবেশিকতা,আণবিক অস্ত্র উৎপাদন,সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

২) পঞ্চশীল

- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি স্বরূপ পঞ্চ শীলের নাম উল্লেখ করা যায।এই পাঁচটি মূল নীতি হলো ১) অন্যের ভূখণ্ডগত অখন্ডতা রক্ষা করা ২) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ৩) অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ৪) সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করা ৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা। পঞ্চশীল নীতি সম্পর্কে নেহেরু মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বসুলভ এবং বিশ্বের সকল দেশের সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি অর্জন করা সম্ভব ।

৩)বর্ণ বৈষম্যের বিরোধিতা

- সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিজেদের প্রাধান্য ও প্রভূত বজায় রাখার জন্য শোষিত জাতির মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে জাতীয় বর্ণের অজুহাতে শোষিত ও শাসিত মানুষকে শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। তাই ভারত বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষের বিরোধী। এজন্য ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলনকে আকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

৪) সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা

- ভারত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ।এ কারণে বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অবসান কল্পে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে কখনো সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, পানাম, প্রভৃতি রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ কে ভারত তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছে।

৫) উপনিবেশিকতার বিরোধী

- সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ হলো নয়া উপনিবেশিকতা বাদ।আগ্রাসন, সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ, নাশকতামূলক ক্রিয়া কলাপে উৎসাহ প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ,অসম বাণিজ্য চুক্তি প্রভৃতি উপায়ে নয়া উপনিবেশিক শক্তি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ভারত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মেলনে এই সকল বৈষম্য নীতির বিরোধিতা করে ঔপনিবেশিকতাবাদের নয়া কৌশল কে প্রতিহতাকারের চেষ্টা করেছে।

৬) জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

- জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ভারত সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করে এসেছে। বিশ্বের এমন কোন মুক্তি আন্দোলন নেই যার প্রতি ভারতের কোন সমর্থন ছিল না ।ইন্দোনেশিয়া, উগান্ডা ,ঘানা,দক্ষিণ রোডাশিয়া (জিম্বাবুয়ে) , অ্যঙ্গোলা ,মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি ভারতের সমুর্থন সর্বজনবিদিত।

৭) যুদ্ধ ও শান্তি

- যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে ভারত সর্বদা যুদ্ধের বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এবং কোন দেশের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণ বাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধে যুদ্ধ অপরিহার্য হলে ভারত তাকে সমর্থন করেছে।

৮) নিরস্ত্রীকরণ

- ভারত আণবিক মরোনাস্ত্র উৎপাদন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আণবিক শক্তির ব্যবহারের বিরুদ্ধে আণবিক শক্তিকে একমাত্র শান্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করায় ভারতের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে ভারতের মূলনীতি হল মরণাত্মক অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা নিরস্ত্রীকরণ এর জন্য প্রয়াস চালানো এবং মরণাস্ত্রের প্রসার রোধ

উপসংহার

উপরোক্ত বিষয়গুলি ভারতের বিদেশ নীতর মৌল বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হলেও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত সব সময় এই নীতিগুলির প্রতি অবিচল থাকেনি। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত জোট নিরপেক্ষ নীতির আশ্রয় নিয়েছে। আবার সময় বিশেষে সোভিয়েত জোটের অথবা মার্কিন জোটের পক্ষ অবলম্বন করেছে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার কোন কোন দেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে আবার কখনো কখনো নিরব থেকেছে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি চেয়েছে আবার পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুটা তোষণ করার নীতি নিয়ে চলছে তা এই জাতীয় স্বার্থ তথা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই।

ধন্যবাদ